মহান আল্লাহর নামে
যিনি পরম করুণাময় মহান দয়ালু

হাদীস বোঝার মূলনীতি

ভাষান্তর	জিয়াউর রহমান মুন্সী
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
শার‘ই সম্পাদনা	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পৃষ্ঠা সজ্জা	মাসুদ শরীফ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

হাদীস বোঝার মূলনীতি

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

অনুবাদ

জিয়াউর রহমান মুন্সী

শার'ঈ সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

হাদীস বোঝার মূলনীতি
ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস
গ্রন্থস্বত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ
সফর ১৪৩৮ হিজরি। নভেম্বর ২০১৭
চতুর্থ মুদ্রণ যুল হিজ্জা ১৪৪১। জুলাই ২০২০
ISBN: 978-984-91682-7-0
www.seanpublication.com

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

'Hadith Bojhar Mulniti'—Bengali version of Usool Al-Hadeeth by Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, translated by Jiaur Rahman Munshi, edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, reviewed by Dr. Manzur-E-Elahi, published by Sean Publication Limited of Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার ঢাকা।
+৮৮০ ১৭৫ ৩৩ ৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব-আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থরচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্যকেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না।
>
> [সহীহ জামি'উস-সাগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অবৈধ উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ বলেন,

> « ...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। »
>
> [কুরআন, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন,

> « ...তোমরা সীমালঙ্ঘন কোরো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। »
>
> [কুরআন, ৫:৮৭]

ভেতরের পাতায়

সংজ্ঞা ৯
হাদীস শব্দের ব্যবহার ৯
হাদীসের গুরুত্ব ১১
হাদীস ও সুন্নাহ ১৫

হাদীস সঙ্কলন ১৭
নাবী ﷺ-এর যুগ ১৭
সাহাবায়ে কেরামের যুগ ১৮
তাবি'ঈদের যুগ (হিজরী প্রথম শতক) ২১
তাবিউত তাবি'ঈনদের যুগ ২৩
সহীহ হাদীস সঙ্কলনের যুগ (হিজরী তৃতীয় শতক) ২৩
হাদীস লিপিবদ্ধকরণের বিভিন্ন যুগ ২৪
হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ২৫

প্রজন্ম পরম্পরায় হাদীসের জ্ঞান ৩১
তাহাম্মুলুল ইল্‌ম ৩১
আরদ, শিক্ষকের সামনে ছাত্রদের পঠন ৩২
ইজাযাহ, অন্যদের নিকট হাদীস বর্ণনার অনুমতি ৩৩
মুনাওয়ালাহ, গ্রন্থ দান ৩৩
কিতাবাহ, পত্র যোগাযোগ ৩৩
ই'লাম, ঘোষণা ৩৪
ওসিয়্যাহ, উইলের মাধ্যমে গ্রন্থ দান ৩৪

ওজাদাহ, গ্রন্থ আবিষ্কার.....৩৪
হাদীস বর্ণনার পরিভাষা.....৩৪
হাদীস পাঠচক্রে হাজিরা.....৩৫
সনদের ক্রমবিকাশ.....৩৭
সাহাবীদের যুগ.....৩৭
কেন এই প্রয়াস?.....৩৮
তাবি'ঈদের যুগ.....৩৯
বর্ণনা পরম্পরা.....৪১
ইসনাদের ধরন.....৪৩
ইসনাদ পদ্ধতির উৎস.....৪৪

শ্রেণিবিন্যাস.....৪৭
সহীহ হাদীস.....৫০
হাসান হাদীস.....৫৫
দ'ঈফ হাদীস.....৬০
হাদীস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণঃ.....৬২
বর্ণনাকারীদের মধ্যকার ত্রুটি.....৮২
মাওদূ (জাল).....৮৩
হাদীস জালকরণের নেপথ্য কারণ.....৮৪
তাফসীর গ্রন্থসমূহে জাল হাদীস.....৯৬

আপাত বিরোধী হাদীস.....১০১
জামা' (সমন্বয় সাধন ও সাদৃশ্য বিধান).....১০১
তারজীহ (প্রাধান্য প্রদান).....১০৪
নাসখ (রহিতকরণ).....১০৫

হাদীস মূল্যায়ন.....১০৭

হাদীসের স্তরবিন্যাস ১২১
মুতাওয়াতির (ধারাবাহিকভাবে বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত) ১২১
আহাদ (একক) হাদীস ১২২

হাদীস সাহিত্য ১৪৫
ইমাম মালিকের মু'আত্তা ১৪৬
মুসনাদ গ্রন্থাবলী ১৪৭
মুসান্নাফ গ্রন্থাবলী ১৫৫
সুনান গ্রন্থাবলী ১৬৩
মু'জাম গ্রন্থাবলী ১৭৮
জামি' গ্রন্থাবলী ১৭৯
হাদীস সঙ্কলনসমূহের স্তর বিন্যাস ১৮১

বর্ণনাকারীদের জীবনচরিতের বই ১৮৫
সাধারণ গ্রন্থাবলী ১৮৭
বিশেষ গ্রন্থাবলী ১৮৯

হাদীস শাস্ত্রের নারী বিশেষজ্ঞ ২০১

পরিশিষ্ট ১ ..... ২১১

পরিশিষ্ট ২ ..... ২১৮

পরিশিষ্ট ৩ ..... ২২০

গ্রন্থপঞ্জী ২২১

১

সংজ্ঞা

আরবি হাদীস শব্দটি দ্বারা মূলত ‘কোনো সংবাদ, কথোপকথন, কাহিনী, গল্প কিংবা বিবরণী’কে বুঝানো হয়– হোক তা ঐতিহাসিক কিংবা কিংবদন্তী, সত্য কিংবা মিথ্যা, বর্তমান কিংবা অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশেষণ হিসেবে এর আরেকটি অর্থ হলো ‘নতুন’; সেই অর্থে হাদীস শব্দের বিপরীত শব্দ ক্বাদীম (পুরাতন)। তবে আরবি অন্যান্য অনেক শব্দের ন্যায় (যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম) ইসলামের ব্যবহারিক পরিভাষায় হাদীস শব্দটিও সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করেছে। এ শব্দটি নতুন এই মাত্রা গ্রহণ করে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ থেকে। তাঁর আবির্ভাবের পর পৃথিবীর অন্য সব ঘটনা ও আলোচনার ওপর তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও তাঁর আলোচনা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে হাদীস পরিভাষাটি বিশেষত সেসব বর্ণনা বুঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে– যেগুলোতে নাবী ﷺ-এর কোনো কার্যধারা কিংবা তাঁর কোনো বক্তব্য সন্নিবিষ্ট রয়েছে।[১]

হাদীস শব্দের ব্যবহার

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে হাদীস শব্দের যতগুলো অর্থ হতে পারে তার প্রায় সব ক’টি অর্থেই হাদীস শব্দটি কুরআন[২] ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নোক্ত তিনটি প্রকার হলো হাদীস শব্দের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যবহার। এ শব্দটির অর্থ হলোঃ

স্বয়ং কুরআন

﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ﴾

[১] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১ ও স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি এন্ড লিটারেচার, পৃ, ১–৩।

[২] হাদীস শব্দটি কুরআনে ২৩ বার উল্লিখিত হয়েছে।

« তাই (হে নাবী!) এ 'হাদীস' (অর্থাৎ কুরআন) যারা অস্বীকার করে তাদের বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দাও। »[৩]

[সূরা আল ক্বালাম, ৬৮: 44]

ان احسن الحديث كتاب الله

"নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম 'হাদীস' (বাণী) হলো আল্লাহর কিতাব।"[৪]

ঐতিহাসিক কাহিনী

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾

« তোমার নিকট কি মূসার 'হাদীস' (কাহিনী) পৌঁছেছে? »

[সূরা ত্বা-হা, ২০: ৯]

حدثوا عن بنى اسرائيل و لا حرج

"তোমরা বনী ইসরাঈলদের (ইসরাঈলের সন্তান) ঘটনাবলী বর্ণনা করতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।"[৫]

সাধারণ কথোপকথন

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾

« আর যখন নাবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি 'হাদীস' (কথা) বলেছিলেন। »

[সূরা আত তাহরীম, ৬৬: ৩]

من استمع الى حديث قوم و هم له كارهون او يفرون منه صب فى اذنه الانك

---

[৩] কুরআন মাজীদ।

[৪] হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول فى خطبته بعد التشهد ان احسن الحديث كتاب الله عز و جل و احسن الهدى هدى محمد

সহীহ মুসলিম, ও মুসনাদু আহমাদ, নং ১৩,৯০৯, সিডি; হাদীসের উপরোক্ত শব্দাবলী মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থে উল্লিখিত।

[৫] সহীহ বুখারীতে বর্ণীত হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن عبد الله بن عمرو ان النبى صلى الله عليه و سلم قال بلغوا عنى و لو اية و حدثوا عن بنى اسرائيل و لا حرج و من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار

> "সে ব্যক্তির কানে গলিত তামা ঢেলে দেয়া হবে যে এমন লোকদের 'হাদীস' (কথোপকথনে) আড়ি পাতে—যারা তার আড়ি পাতাকে অপছন্দ করে কিংবা তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়।"[৬]

হাদীস বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায়, 'নাবী ﷺ থেকে তাঁর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন কিংবা শারীরিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত যা কিছুই বর্ণিত হয়েছে– তা সবই হাদীস হিসেবে পরিগণিত'। তবে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা নাবী ﷺ-এর দৈহিক গঠন সংক্রান্ত বক্তব্যসমূহকে হাদীসের পরিধির অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না।

হাদীসের গুরুত্ব

ওহী

নাবী ﷺ-এর বক্তব্য ও কার্যাবলীর মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী; আর এ কারণে কুরআনের পর হাদীসকে ইসলামের মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

« সে নিজের খেয়ালখুশী মতো কথা বলে না। তা ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তাঁর কাছে প্রত্যাদেশ করা হয়। »

[সূরা আন নাজম, ৫৩: ৩–৪]

সুতরাং হাদীস হলো আসমানী হিদায়াতের একটি ব্যক্তিকেন্দ্রীক উৎস– যা আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে প্রদান করেন; আর আইনগত দিক থেকে তা স্বয়ং কুরআনেরই অনুরূপ। নাবী ﷺ তাঁর একটি সংরক্ষিত বক্তব্যে এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেছেন—

> "নিঃসন্দেহে আমাকে কুরআন কুরআনের অনুরূপ আরেকটি জিনিষ প্রদান করা হয়েছে।"[৭]

---

[৬] সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين و لن يفعل و من استمع الى حديث قوم و هم له كارهون او يفرون منه صب فة اذنه الانك يوم القيامة و من صور صورة عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ

[৭] হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن المقدام بن معدى كرب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال الا انى اوتيت الكتاب و مثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلى و لا كل ذى ناب من السبع و لا لقطة معاهد الا ان يستغنى عنها صاحبها و من نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل فراه

« আমিই এই স্মারক (কুরআন) নাযিল করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষণকারী। »
[সূরা আল হিজর, ১৫: ৯]

হাদীস ও সুন্নাহ

অনেক ক্ষেত্রেই 'হাদীস' শব্দটি 'সুন্নাহ' শব্দের প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে, যদিও উভয়ের অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আরবি অভিধান বিশারদদের মতে, সুন্নাহ শব্দের অর্থ হলো—'পথ; প্রবাহ; নীতি; কর্ম বা জীবনপদ্ধতি'।[১১] হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা হিসেবে সুন্নাহ শব্দ দ্বারা নাবী ﷺ-এর প্রত্যেকটি বক্তব্য, ক্রিয়াকলাপ, অনুমোদন ও দৈহিক কিংবা চরিত্রগত বর্ণনাকে বুঝানো হয়; এতে তাঁর নুবুয়্যাত লাভের পূর্বের কিংবা পরের জীবনচরিতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ দিক থেকে সুন্নাহ শব্দটি হাদীস শব্দের সমার্থবোধক।

তবে ইসলামী আইন শাস্ত্র অনুযায়ী, সুন্নাহ শব্দটি কেবল নাবী ﷺ-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির জন্য প্রযোজ্য। শারীয়া'র প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত বিধানের ক্ষেত্রেও সুন্নাহ শব্দটি প্রযোজ্য; তখন তা বিদ'আত শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। আর আইন শাস্ত্রে সুন্নাহ শব্দ দ্বারা এমন সব বিষয়কে বুঝানো হয় যেগুলোর সানাদ প্রামাণ্য সূত্রে নাবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে; যা পালন করলে পুরস্কার পাওয়া যাবে, কিন্তু পালন করতে না পারলে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না। এ শব্দটি বিদ'আত শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়; যেমন বলা হয়, সুন্নাহ তালাক ও বিদ'আত তালাক।

সাধারণ সংজ্ঞানুযায়ী কুরআন হলো সুন্নাহর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা নাবী ﷺ উম্মাহর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।[১২] আরো বলা যেতে পারে যে, হাদীসসমূহ ছিল এমন কিছু পাত্র যার মাধ্যমে নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পর আমাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

[১১] লেইন'স লেক্সিকন, খণ্ড ১, পৃ, ১৪৩৮।

[১২] আল বিদ'আহ, পৃ, ৬৭।

২

হাদীস সঙ্কলন

নাবী ﷺ-এর যুগ

নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর সমস্ত বক্তব্য কিংবা তাঁর সকল কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখার কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কারণ তখন তিনি ছিলেন জীবিত এবং যে কোনো সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগও ছিল অবারিত। তাছাড়া নাবী (সা) কুরআন ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে একটি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।[১] ওহী নাযিলের যুগে কুরআনকে নাবী ﷺ-এর বক্তব্যের সাথে মিশিয়ে ফেলার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করাই ছিল এ নিষেধাজ্ঞার নেপথ্য কারণ। অন্যদিকে কুরআনের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তবে হাদীস বিশেষজ্ঞদের সংগৃহীত অনেক প্রামাণ্য বর্ণনা রয়েছে—যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই সতর্কতার সাথে লিখিত আকারে হাদীস সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে আমি যা কিছু শুনতাম, মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে তা-ই লিপিবদ্ধ করে রাখতাম। তবে, কয়েকজন কুরাইশী এ কথা বলে আমাকে লিখতে নিষেধ করেছিলেন, 'তুমি কি তাঁর কাছ থেকে যা শোনো তার সবকিছুই লিখে রাখো, অথচ আল্লাহর রাসূল তো একজন মানুষ– যিনি ক্রোধান্বিত ও রাগান্বিত সর্বাবস্থায়ই কথা বলেন?' এ কথা শুনে আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম এবং বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করলাম। তখন তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বললেন,

[১] সহীহ মুসলিম, যুহদ, ৭২। এ বিষয়ে এটিই একমাত্র প্রামাণ্য হাদীস; আর বুখারী ও অন্যান্য ইমামবৃন্দ মনে করেন এটি আবু সাঈদের নিজস্ব বক্তব্য—যা ভুলক্রমে নাবী ﷺ-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। দেখুন, স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি এন্ড লিটারেচার, পৃ, ২৮।

> ‘লিখে যাও! তাঁর শপথ– যার হাতে আমার প্রাণ, এখান থেকে কেবল সত্য-ই বেরিয়ে আসে।’[২]

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন,

> মক্কা বিজয়ের সময় নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন [তারপর আবু হুরায়রা সেই ভাষণটি উল্লেখ করেছেন]। ইয়েমেন থেকে আগত আবু শাহ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণটি আমাকে লিখিয়ে দিন।’ জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘(তোমাদের মধ্য থেকে কোনো একজন) আবু শাহের জন্য ভাষণটি লিখে দাও।’[৩] ওয়ালীদ আবু আমরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কী লিখছে?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘ঐ দিন তিনি যে ভাষণটি শুনেছিলেন।’[৪]

আবু কাবেল বলেন,

> একদিন আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস এর সাথে ছিলাম; তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন শহরটি আগে বিজিত হবে– কন্সট্যান্টিনোপল নাকি রোম? এর প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ একটি সীলগালা করা বাক্স এনে বললেন, ‘এখান থেকে বইটি বের করো।’ তারপর আব্দুল্লাহ বললেন, ‘আমরা যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট বসে লিখছিলাম, তখন ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কোন শহরটি আগে বিজিত হবে— কন্সট্যান্টিনোপল নাকি রোম?’ তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘হিরাক্লিয়াসের শহর আগে বিজিত হবে,’ অর্থাৎ কন্সট্যান্টিনোপল।’[৫]

সাহাবায়ে কেরামের[৬] যুগ

নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁর কথা ও কার্যাবলী লিপিবদ্ধকরণ বাড়তি গুরুত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে, কারণ তখন নতুন সমস্যা উদ্ভূত হলে তাঁর সাথে পরামর্শ করার

[২] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ, ১০৩৫, নং ৩৬৩৯; নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে (নং ৩০৯৯) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সংগৃহীত হাদীসসমূহ আস সহীফাতুস সা-দিক্বাহ নামে পরিচিত।

[৩] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, নং ৩৬৪১; নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ১, নং ৩১০০) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

[৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, নং ৩৬৪২; নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে (নং ৩১০১) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

[৫] ছহীহ, মুসনাদ আহমাদ (২: ১৭৬), সুনানুদ দারিমী (১: ১২৬) ও মুস্তাদরাকুল হাকিম (৩: ৪২২)।

[৬] নাবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকে কখনো কখনো ইসলামের প্রথম প্রজন্ম নামে অভিহিত করা হয়। সাহাবী দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যিনি নাবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ঈমানদার অবস্থায় ইন্তেকাল করার

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী

আবু হুরায়রা ﵁

বিপুল পরিমাণ হাদীস বর্ণনার সুবাদে হাদীস বর্ণনাকারীদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন তিনি। স্বয়ং নাবী ﷺ তাঁকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসুক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিখ্যাত আযদ গোত্রের শাখা দাউস-এ জন্মগ্রহণকারী আবু হুরায়রা মদীনায় এসেছিলেন হিজরতের সপ্তম বছর; রাসূল ﷺ তখন খায়বারে অবস্থান করছিলেন। এ কথা জানতে পেরে তিনি সেখানে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন থেকে শুরু করে নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্যে ছিলেন। তিনি নাবী ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর প্রতিটি কথা মুখস্থ করতেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি দুনিয়ার অন্য সব কাজ ও আনন্দ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি রাতকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—এক ভাগ নিদ্রা গমনের জন্য, এক ভাগ প্রার্থনার জন্য, আর এক ভাগ অধ্যয়নের জন্য। নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর খলিফা উমারের শাসনামলে তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং প্রথম দিকের উমাইয়া শাসকদের অধীনে তিনি মদীনার গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হিজরী ৫৯ (খ্রিস্টীয় ৬৭৮) সালে মৃত্যুবরণ করেন।

নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো তথ্য জানতে চাইলে আবু হুরায়রা তার সযত্নে সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিতে থাকেন। কখনও কখনও তাকে কিছু হাদীস বর্ণনার জন্য তিরস্কার শুনতে হতো, কারণ সেগুলোর ব্যাপারে অন্য সাহাবীরা কিছুই জানতেন না। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন যে, তিনি এমন কিছু হাদীস শিখেছেন যা আনসাররা নিজেদের জমিজমা ও বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করার পেছনে সময় ব্যয় করতে গিয়ে হাতছাড়া করেছেন এবং মুহাজিররাও নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করার কারণে সেসব হাদীস শিখতে ব্যর্থ হয়েছেন। একবার একটি বিশেষ হাদীস বর্ণনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু উমার তাকে তিরস্কার করলে তিনি তাঁকে আয়েশা ﵂-এর নিকট নিয়ে যান এবং আয়েশা ﵂ ঐ হাদীসের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। খলীফা মারওয়ান একবার তার জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে আবু হুরায়রা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখেন অতঃপর একবছর পর

৩

প্রজন্ম পরম্পরায় হাদীসের জ্ঞান

তাহাম্মুলুল ইল্‌ম

প্রথম তিন শতকে হাদীস সম্প্রসারণ ও সঙ্কলনের যুগে হাদীস শেখা ও শেখানোর রকমারি পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে সেসব পদ্ধতিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে সেগুলোর জন্য হাদীস শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়। হাদীস শাস্ত্রে নিম্নোক্ত ছয়টি পদ্ধতিকে সনাক্ত করা হয়েছে; এর মধ্যে প্রথম দু'টি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

সামা': শিক্ষকের পঠন

এ প্রক্রিয়ায় হাদীস সংরক্ষণের চারটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছেঃ

- স্মৃতি থেকে শিক্ষকের পঠন। এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। তারপরও এ পদ্ধতি কিছুটা কম পরিসরে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যথার্থ মাত্রায় জ্ঞান অর্জন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা স্ব স্ব শিক্ষকের নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করতেন।
- গ্রন্থ থেকে পঠন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক তার নিজের লেখা গ্রন্থ থেকে পাঠ করতেন অথবা তার ছাত্রের লেখা কোনো গ্রন্থ (যা তার নিজের লেখা থেকে অনুলিপি করা হয়েছে কিংবা যাতে কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ বাছাই করা হয়েছে) থেকে পাঠ করতেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিজের গ্রন্থ থেকে পাঠ করাকে প্রাধান্য দেয়া হতো।
- প্রশ্নোত্তর। ছাত্ররা হাদীসের অংশবিশেষ নিজেদের শিক্ষকদেরকে পড়ে শোনাতেন, তারপর শিক্ষক বাকীটুকু সমাপ্ত করতেন।

- লিপিবদ্ধ করানো। অন্য কাউকে দিয়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করানোর প্রথম প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন সাহাবী ওয়াসিলাহ ইবনু আসকা (মৃত্যু ৮৩ হি.)। খুব আরামে জ্ঞানার্জনের সুবিধা থাকায় প্রথম দিকে এ পদ্ধতিটিকে খুব একটা সুনজরে দেখা হয়নি। তবে ইমাম যুহরী এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে সারাজীবন অপরকে দিয়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করানোর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পরবর্তীতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ তাদের সামনে হাদীস লিপিবদ্ধ না করলে এ পদ্ধতিতে হাদীস শেখাতে অস্বীকৃতি জানান। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজের স্মৃতি কিংবা গ্রন্থ থেকে হাদীস পাঠ করে শোনাতেন। হাদীসগুলোকে লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন দ্রুতগতিসম্পন্ন লেখককে বেছে নেয়া হতো, আর অন্যরা তার ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়ার জন্য লেখার ওপর নজর রাখতো। পরবর্তীতে তারা বইগুলো ধার নিয়ে নিজেদের অনুলিপি তৈরী করে নিতো। ভুল সংশোধন ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা সেসব অনুলিপি নিজেদের মধ্যে কিংবা স্বয়ং শিক্ষকের সামনে পুনর্বার পাঠ করতো।

আরদ, শিক্ষকের সামনে ছাত্রদের পঠন

এ পদ্ধতিতে কিছু ছাত্র শিক্ষকের সামনে তারই লেখা গ্রন্থ পাঠ করে শোনাতো, আর অবশিষ্ট ছাত্ররা নিজেদের গ্রন্থের হাদীসগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতো কিংবা মনোযোগ সহকারে সেসব হাদীস শ্রবণ করতো। দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত হয়। অনেক শিক্ষকের নিজস্ব লিপিকার থাকায় তারা ছাত্রদেরকে নিজেদের কপিসমূহ সরবরাহ করতেন। অন্যথায় ছাত্ররা শিক্ষকের মূলগ্রন্থ থেকে ইতোপূর্বে যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিল সেগুলো থেকে পাঠ করে শোনাতো। সেসব অনুলিপিতে তারা প্রত্যেক হাদীসের শেষে একটি বৃত্ত এঁকে রাখতো এবং শিক্ষকের সামনে প্রতিবার পড়ে শোনানো সম্পন্ন হলে বৃত্তের ভেতর পাঠের সংখ্যা নির্দেশ করে রাখতো। কোনো ছাত্র বই থেকে হাদীস শিখে ফেললেও তাকে সেসব হাদীস অন্যের নিকট বর্ণনা করার অধিকার দেয়া হতো না কিংবা তার নিজের সঙ্কলনেও সেগুলোকে ব্যবহার করতে দেয়া হতো না, যতক্ষণ না সে সেসব হাদীস শিক্ষকের সামনে পাঠ করে তার অনুমোদন নিয়ে নিতো। এ নিয়মের অন্যথা করলে তাকে হাদীস চোর (সা-রিকুল হাদীস) হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। এটি ছিল হাল আমলের গ্রন্থস্বত্ব আইনের মতোই একটি ব্যাপার, যেখানে একজন ব্যক্তিকে

পরিশিষ্ট ২

حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنى يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ابى راشد قال لقيت التنوخى رسول هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص و كان جارا لى شيخا كبيرا قد بلغ الفند او قرب فقلت الا تخبرنى عن رسالة هرقل الى النبى صلى الله عليه وسلم و رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل فقال بلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلبى الى هرقل فلما ان جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسى الروم و بطارقتها ثم اغلق عليه و عليهم بابا فقال قد نزل هذا الرجل حيث رايتم و قد ارسل الى يدعونى الى ثلاث خصال يدعونى الى ان اتبعه على دينه او على ان نعطيه مالنا على ارضنا و الارض ارضنا او نلقى اليه الحرب و الله لقد عرفتم فيما تقرءون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمى فهلم نتبعه على دينه او نعطيه مالنا على ارضنا فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم و قالوا تدعونا الى ان ندع النصرانية او نكون عبيدا لأعرابى جاء من الحجاز فلما ظن انهم ان خرجوا من عنده افسدوا عليه الروم رفأهم و لم يكد و قال انما قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على امركم ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب فقال ادع لى رجلا حافظا للحديث عربى اللسان ابعثه الى هذا الرجل بجواب كتابه فجاء بى فدفع الى هرقل كتابا فقال اذهب بكتابى الى هذا الرجل فلما ضيعت من حديثه فاحفظ لى منه ثلاث خصال انظر هل يذكر صحيفته التى كتب الى بشيء و انظر اذا قرأ كتابى فهل يذكر الليل و انظر فى ظهره هل به شيء يريبك فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك فاذا هو جالس بين ظهرانى اصحابه محتبيا على الماء فقلت اين صاحبكم قيل ها هو ذا فاقبلت امشى حتى جلست بين يديه فناولته كتابى فوضعه فى حجره ثم قال ممن انت فقلت انا احد تنوخ قال هل لك فى الاسلام الحنيفية ملة ابيك ابراهيم قلت انى رسول قوم وعلى دين قوم لا ارجع عنه حتى ارجع اليهم فضحك و قال انك لا تهدى من احببت و لكن الله يهدى من يشاء و هو اعلم بالمهتدين يا اخا تنوخ انى كتبت بكتاب الى كسرى فمزقه و الله ممزقه و ممزق ملكه و كتبت الى النجاشى بصحيفة فخرقها و الله مخرقه و مخرق ملكه و كتبت

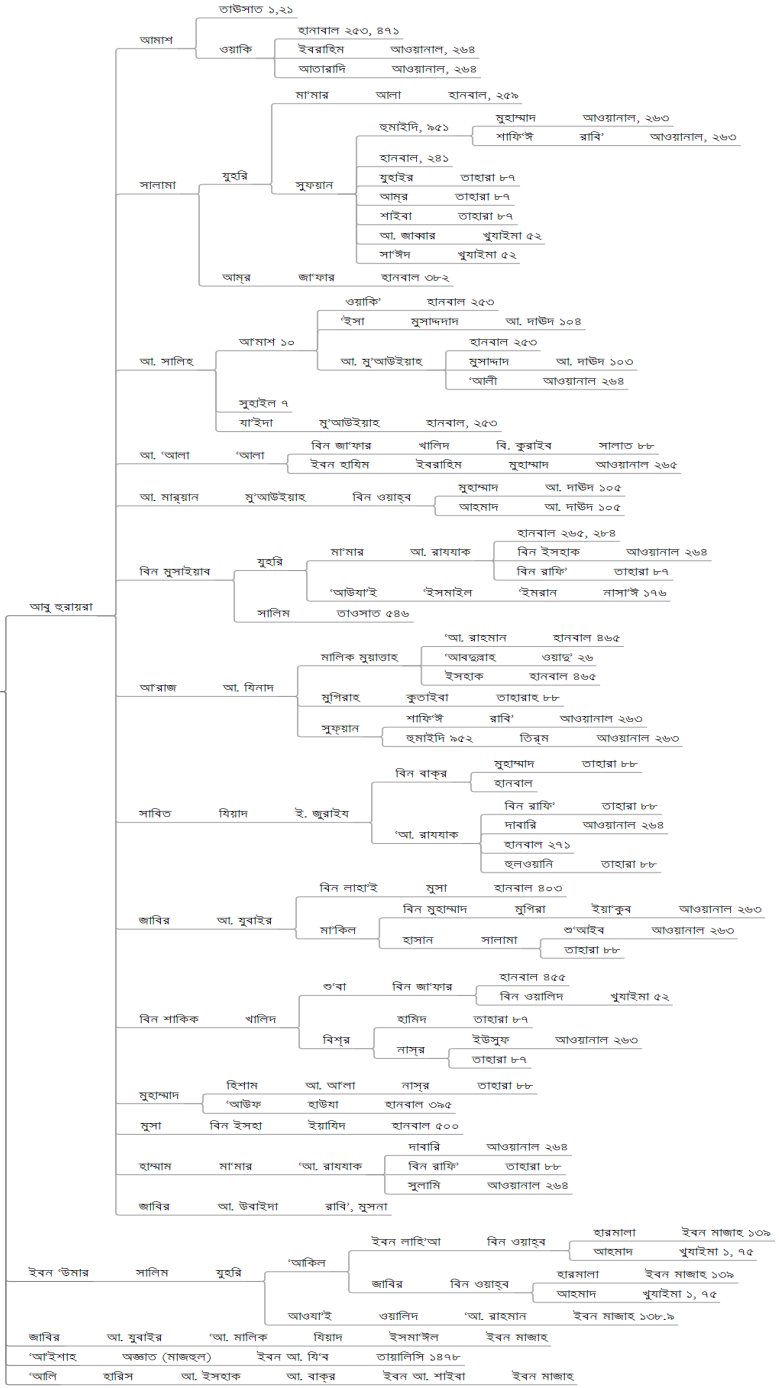
নাবিজি
আবু হুরায়রা
আমাশ
তাউসাত ১,২১
ওয়াকি
হানাবাল ২৫৩, ৪৭১
ইবরাহিম আওয়ানাল, ২৬৪
আতারাদি আওয়ানাল, ২৬৪
সালামা
যুহরি
মা'মার আলা হানবাল, ২৫৯
সুফয়ান
হুমাইদি, ৯৫১
মুহাম্মাদ আওয়ানাল, ২৬৩
শাফি'ঈ রাবি' আওয়ানাল, ২৬৩
হানবাল, ২৪১
মুহাইর তাহারা ৮৭
আম্র তাহারা ৮৭
শাইবা তাহারা ৮৭
আ. জাব্বার খুযাইমা ৫২
সা'ঈদ খুযাইমা ৫২
আম্র জা'ফার হানবাল ৩৮২
আ. সালিহ
আ'মাশ ১০
ওয়াকি' হানবাল ২৫৩
'ইসা মুসাদ্দাদ আ. দাউদ ১০৪
আ. মু'আউইয়াহ
হানবাল ২৫৩
মুসাদ্দাদ আ. দাউদ ১০৩
'আলী আওয়ানাল ২৬৪
সুহাইল ৭
যা'ইদা মু'আউইয়াহ হানবাল, ২৫৩
আ. 'আলা 'আলা
বিন জা'ফার খালিদ বি. কুরাইব সালাত ৮৮
ইবন হাযিম ইবরাহিম মুহাম্মাদ আওয়ানাল ২৬৫
আ. মারয়ান মু'আউইয়াহ বিন ওয়াহ্ব
মুহাম্মাদ আ. দাউদ ১০৫
আহমাদ আ. দাউদ ১০৫
বিন মুসাইয়াব
যুহরি
মা'মার আ. রাযযাক
হানবাল ২৬৫, ২৮৪
বিন ইসহাক আওয়ানাল ২৬৪
বিন রাফি' তাহারা ৮৭
'আউযা'ই 'ইসমাইল 'ইমরান নাসা'ঈ ১৭৬
সালিম তাউসাত ৫৪৬
আ'রাজ আ. যিনাদ
মালিক মুয়াত্তাহ 'আ. রাহমান হানবাল ৪৬৫
'আবদুল্লাহ ওয়াদ্ব' ২৬
ইসহাক হানবাল ৪৬৫
মুগিরাহ কুতাইবা তাহারাহ ৮৮
সুফ্য়ান শাফি'ঈ রাবি' আওয়ানাল ২৬৩
হুমাইদি ৯৫২ তিরমি আওয়ানাল ২৬৩
সাবিত যিয়াদ ই. জুরাইয
বিন বাক্র মুহাম্মাদ তাহারা ৮৮
হানবাল
'আ. রাযযাক বিন রাফি' তাহারা ৮৮
দাবারি আওয়ানাল ২৬৪
হানবাল ২৭১
হুলওয়ানি তাহারা ৮৮
জাবির আ. যুবাইর
মা'কিল বিন লাহা'ই মুসা হানবাল ৪০৩
বিন মুহাম্মাদ মুগিরা ইয়া'কুব আওয়ানাল ২৬৩
হাসান সালামা শু'আইব আওয়ানাল ২৬৩
তাহারা ৮৮
বিন শাকিক খালিদ
শু'বা বিন জা'ফার হানবাল ৪৫৫
বিন ওয়ালিদ খুযাইমা ৫২
বিশ্র হামিদ তাহারা ৮৭
নাস্র ইউসুফ আওয়ানাল ২৬৩
তাহারা ৮৭
মুহাম্মাদ হিশাম আ. আলা নাস্র তাহারা ৮৮
'আউফ খাউযা হানবাল ৩৯৫
মুসা বিন ইসহা ইয়াযিদ হানবাল ৫০০
হাম্মাম মা'মার 'আ. রাযযাক
দাবারি আওয়ানাল ২৬৪
বিন রাফি' তাহারা ৮৮
সুলামি আওয়ানাল ২৬৪
জাবির আ. উবাইদা রাবি', মুসনা
ইবন 'উমার সালিম যুহরি
'আকিল
ইবন লাহি'আ বিন ওয়াহ্ব
হারমালা ইবন মাজাহ ১০৯
আহমাদ খুযাইমা ১, ৭৫
জাবির বিন ওয়াহ্ব
হারমালা ইবন মাজাহ ১০৯
আহমাদ খুযাইমা ১, ৭৫
আওযা'ই ওয়ালিদ 'আ. রাহমান ইবন মাজাহ ১০৮.৯
জাবির আ. যুবাইর 'আ. মালিক যিয়াদ ইসমা'ঈল ইবন মাজাহ
'আ'ইশাহ অজ্ঞাত (মাজহুল) ইবন আ. যি'ব তায়ালিসি ১৪৭৮
'আলি হারিস আ. ইসহাক আ. বাক্র ইবন আ. শাইবা ইবন মাজাহ

গ্রন্থপঞ্জী

আলবানী, নাসিরুদ্দীন। দ্যা হাদীস ইজ প্রুফ ইটসেলফ ইন বিলিফ এন্ড লজ। মিয়ামী, ফ্লোরিডা, দ্যা দার অব ইসলামিক হ্যারিটেজ, ১৯৯৫।

দ'ঈফুল জামিঈছ ছগীর। বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮।

ইরওয়াউল গালীল। বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৯।

সহীহু সুনানু আবী দাউদ। বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮।

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ'ঈফাহ ওয়াল মাওদূ'আহ। বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭২।

আনসারী, মুহাম্মাদ তুফাইল, সুনানু ইবনি মাজাহ, [আরবি/ইংরেজি], লাহোর, কাজী পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩।

আরনাউত, আব্দুল কাদির (সম্পাদিত)। জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল। বৈরুত, মাকতাবাতুল হিলওয়ানী, ১৯৬৯–৭২।

আসকালানী, হাফিজ ইবনু হাজার, বুলূগুল মারাম (ইংরেজি অনুবাদ), রিয়াদ, দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।

আতিয়্যাহ, ইজ্জত আলী, আল বিদ'আহ, বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০।

আজমী, মুহাম্মাদ মুস্তাফা, স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি এন্ড লিটারেচার, ইন্ডিয়ানাপোলিস, ইন্ডিয়ানা, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৭৭।

ডেভিডস, মুহাম্মাদ আদিল। দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্রফেটস ট্রাডিশান্স। কেপ টাউন, সাউথ আফ্রিকা, দারুল হাদীস ট্রাস্ট, ১৯৯৮।

দেহলভী, শাহ আব্দুল আযীয। বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন। দিল্লী, ১৮৯৮।